بسم الله الرحمن الرحيم

হিযবুত তাহ্‌রীর-এর
মিডিয়া কার্যালয়,
উলাই'য়াহ্ বাংলাদেশ

﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾

حزب التحرير
HIZB UT TAHRIR

নং: ১৪৪১-১০/০২ | মঙ্গলবার, ২৫ শাওয়াল, ১৪৪১ হিজরী | ১৬/০৬/২০২০ ইং

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

বাজেট ২০২০-২১: কোভিড-১৯ আতঙ্কের সুযোগে আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাঁধে বিপুল পরিমাণ ঋণের বোঝা চাপিয়ে দিয়ে জনগণের অর্থ লুট করার ধারাবাহিকতা মাত্র

এটাই প্রত্যাশিত ছিল যে, হাসিনা সরকার কোভিড-১৯ প্রেক্ষাপটে ২০২০-২১ অর্থবছরের প্রস্তাবিত ৫৫৬,৯৭৮ কোটি টাকার বাজেটকে এমনভাবে প্রণয়ন করবে যেখানে একদিকে পুঁজিপতি অভিজাত শ্রেণীর জন্য ব্যাপক সুবিধা থাকবে এবং অন্যদিকে সাধারণ জনগণের ঘাড়ে কর ও ঋণের বোঝাকে আরও ভারী করা হবে। ক্ষমতাসীন দল কর্তৃক ঘোষিত বাজেটকে "ভাইরাস সংকটকে সম্ভাবনায় রূপান্তরের" হাতিয়ার হিসেবে প্রশংসার বিষয়টি নির্দেশ করে যে, কিভাবে এই ধর্মনিরপেক্ষ শাসকগোষ্ঠী পুঁজিবাদী ব্যবস্থার দুর্বলতাগুলোকে পুঁজিপতিদের স্বার্থরক্ষায় কাজে লাগায়। প্রকৃতপক্ষে, তারা এই বাজেটকে রাজনৈতিক ও পুঁজিপতি অভিজাত শ্রেণীর স্বার্থ হাসিলের হাতিয়ারে পরিণত করবে, যাদের নিকট 'বরাদ্দ বাজেট' হচ্ছে অবাধ লুটপাট ও 'কমিশন ব্যবসার' লাভজনক পন্থা। উদাহরণস্বরূপ, এই বাজেটে কোভিড-১৯-এর বিরুদ্ধে লড়াইয়ের নামে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ খাতে বরাদ্দের পরিমাণ গত অর্থবছরের তুলনায় ১৩.৬৬ শতাংশ বৃদ্ধি করা হয়েছে, অথচ আমরা জানি ইতিমধ্যে এই শাসকগোষ্ঠী স্বাস্থ্যখাতে বরাদ্দকৃত অর্থ আত্মসাত করে পুরো স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থাকে দুর্নীতির দুর্বিপাকে ডুবিয়ে দিয়েছে। লকডাউন-এর সময়ে কোভিড-১৯ সরঞ্জামাদি ক্রয়ে ব্যাপক দুর্নীতি, এবং জনসাধারণের জন্য ভেন্টিলেটরের মত জীবনরক্ষাকারী যন্ত্রপাতি নিশ্চিতকরণে অবহেলার বিষয়টি গণমাধ্যমসমূহে প্রকাশিত হয়েছে। দুর্নীতির বিষয়ে কথা বলার শাস্তি হিসেবে বেশ কয়েকটি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের পরিচালককে বদলি করা হয়েছে, কিংবা 'বিশেষ দায়িত্বে নিয়োজিত অফিসার (ও.এস.ডি)' করা হয়েছে। [ঢাকা ট্রিবিউন, ৯ই জুন, ২০২০]। সুতরাং এটা খুবই সুস্পষ্ট যে, অবহেলিত ও ভঙ্গুর স্বাস্থ্যখাতকে অপরাধীদের হাতে তুলে দেয়ার মাধ্যমে এই সরকার কিভাবে এবং কাদের স্বার্থে বর্ধিত এই বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যবহার করতে চায়। বর্তমান কোভিড-১৯ পেক্ষাপটে সাধারণ জনগণের জীবন এবং জীবিকার চরম দুর্দশা লাঘবে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ না করে পুঁজিপতি ও রাজনৈতিক অভিজাত শ্রেণীকে বিশেষ সুবিধা প্রদানের বিষয়টি এই বাস্তবতাকে দিবালোকের মত পরিষ্কার করে তুলেছে যে, এই ধর্মনিরপেক্ষ পুঁজিবাদী শাসকগোষ্ঠীর নিকট সাধারণ মানুষের জীবন কতটা মূল্যহীন! তারা কোভিড-১৯-এর বিরুদ্ধে লড়াইয়ের নামে পুঁজিপতিদের স্বার্থে এক লক্ষ কোটি টাকার প্রণোদনা প্যাকেজ বরাদ্দ করেছে এবং ভি.আই.পিদের জন্য হাসপাতাল ও অন্যান্য চিকিৎসা সেবাসমূহ নিশ্চিত করেছে, অথচ জনগণের জন্য অবহেলিত স্বাস্থ্যখাতের উন্নয়ন দূরে থাক, ন্যূনতম সংস্কার সাধনেও মাথা ঘামাতে রাজি নয়; বরং দুর্নীতির মাধ্যমে অর্থ লুটের মহোৎসব চালিয়ে যেতে চায়। এবং, এখন আরও মোটা অংকের মুনাফা অর্জনে তাদেরকে সহায়তার জন্য এই বাজেট প্রণয়ন করা হয়েছে।

এখন আমাদের জন্য যেটা আরও আতঙ্কের বিষয় সেটা হচ্ছে, হাসিনা সরকার শুধুমাত্র সুসংগঠিত লুটপাট ও দুর্নীতি, এবং নাগরিকদের উপর যুলুমের পরোক্ষ কর (ভ্যাট, প্রয়োজনীয় পণ্য ও পরিষেবাদির উপর ধার্যকৃত পরিপূরক শুল্ক, ইত্যাদি) আরোপ করেই ক্ষান্ত হতে রাজি নয়, বরং আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাঁধেও বিপুল পরিমাণ ঋণ ও সুদের বোঝা চাপিয়ে দিতে বদ্ধপরিকর। ২.২ লক্ষ কোটি টাকার অবাস্তব রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে হাসিনা সরকার ১৯০,০০০ কোটি টাকার (জিডিপির ৬ শতাংশ) সামগ্রিক বাজেট ঘাটতির চ্যালেঞ্জ মেটাতে দেশি-বিদেশী ঋণের উপর নির্ভর করছে। অভ্যন্তরীণ উৎস ছাড়াও ঋণ নেয়া হবে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আই.এম.এফ) এবং বিশ্বব্যাংক (ডব্লিউ.বি)-এর মত কুখ্যাত নব্য-উপনিবেশবাদী প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে, যারা মূলত উন্নয়ন বিরোধী ও জনবিরোধী কঠিন শর্তে ঋণ প্রদান করে থাকে। সুতরাং, এসমস্ত ঋণের ক্রমবর্ধমান সুদের বোঝা আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে বহন করতে হবে, যা তাদেরকে কঠিন অর্থনৈতিক সংকটে নিপতিত করবে। যখন এধরনের নীতিসমূহ সুবিধাবঞ্চিত ও নিম্নবিত্তদের জীবনকে আরও দুর্বিষহ করে তুলছে, তখন হাসিনা সরকার দেশের সম্পদ লুণ্ঠনকারী ও ঋণ খেলাপীদের জন্য কালো টাকা সাদা করার বিভিন্ন স্কিম ও অন্যান্য অভূতপূর্ব সুযোগ করে দিতে উদগ্রীব হয়ে উঠেছে। সুতরাং তাদের জন্য অন্যান্য সংকটের মত এই কোভিট-১৯ সংকটও রক্তচোষা পুঁজিবাদীগোষ্ঠীর জন্য অর্থ উপার্জনের সুযোগ সৃষ্টি করা ছাড়া আর কিছুই নয়, যা দরিদ্রদের উপর করের বোঝা চাপিয়ে রাজনৈতিক ও পুঁজিপতি অভিজাতশ্রেণীর স্বার্থে ব্যয় করা হবে।

হে দেশবাসী, কোভিড-১৯ আপনাদের মারাত্মক দুর্দশার কারণ নয়, বরং পুঁজিবাদী ব্যবস্থা ও তা বাস্তবায়নকারী বর্তমান ধর্মনিরপেক্ষ শাসকগোষ্ঠীই আপনাদের দুরবস্থার মূল কারণ। তারা কোভিড-১৯ আতঙ্ককে জিইয়ে রাখতে চায়, যাতে তারা নির্বিঘ্নে তাদের দুঃশাসনকে অব্যাহত রাখতে পারে এবং এই সংকটকে দুর্নীতি ও লুটপাটের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার সক্ষম হয়। এবং, এই অর্থবছরের বাজেটের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। **হিযবুত তাহ্‌রীর** আপনাদেরকে এটা স্মরণ করিয়ে দিতে কখনোই ক্লান্ত হবে না যে, কৃত্রিমভাবে সৃষ্ট এই দুর্দশা থেকে মুক্তি লাভের একমাত্র উপায় হচ্ছে দুর্নীতিগ্রস্থ পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে অপসারণ করা, যা রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতাকে ক্ষুদ্র রাজনৈতিক ও পুঁজিপতি অভিজাত শ্রেণীর হাতে বন্দি করে। সুতরাং, নবুয়্যতের আদলে প্রতিশ্রুত খিলাফতে রাশিদাহ্-এর অধীনে ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বাস্তবায়নের জন্য **হিযবুত তাহ্‌রীর**-এর সাথে আন্তরিকভাবে কাজ করার মাধ্যমে প্রকৃত সমাধানের দিকে ধাবিত হউন, যা ১৪০০ বছর যাবৎ তার বিভিন্ন উলাই'য়াহ্ তথা প্রদেশসমূহে অর্থনৈতিক ন্যায়বিচার নিশ্চিতের স্বাক্ষর রেখেছে। আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) বলেন:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ﴾

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের সেই আহ্বানে তোমরা সাড়া দাও যখন তোমাদেরকে এমন কিছুর দিকে আহ্বান করা হয় যা তোমাদের মধ্যে প্রাণের সঞ্চার করে..." [সূরা আল-আনফাল: ২৪]

হিযবুত তাহ্‌রীর-এর মিডিয়া কার্যালয়, উলাই'য়াহ্ বাংলাদেশ